ওঁ হং সঃ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ

শক্তিবাদীয় গুরুর আসন

শক্তিবাদ প্রবর্তক
স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

(প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া সমবেত উপাসনার কেন্দ্রও স্থাপন করিতে হইবে)

এখানে শক্তিবাদের সাতটি কেন্দ্র দেখান হইয়াছে। প্রত্যেক কেন্দ্রকেই শক্তিবাদীয় গুরুর স্বরূপ জানিবেন।

১। **ধ্বজাদণ্ড**। এই দণ্ডটি রক্তবর্ণের হইবে। ইহা শক্তিবাদের মূল শক্তির স্বরূপ। ইহার ঊর্ধ্বপ্রান্ত নির্গুণ ব্রহ্ম। নিম্ন প্রান্ত পৃথিবী বা ভূমি চক্র।

২। **ধ্বজার রং গেরুয়া**।

৩। আদিগুরু মহাদেব রুদ্র। ইনি নীলকণ্ঠ শিব। সমুদ্র মন্থনে ইনি হলাহল পান করিয়া সমাজ রক্ষা করিয়াছিলেন। ইনিই আমাদের আদিগুরু। দেবতারা অমৃতভাণ্ড নানাস্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। সেসব স্থানগুলি বর্তমানে কুম্ভমেলার স্থান বলিয়া পরিচিত। সাধু, সন্ন্যাসী ও সমাজ গুরুগণ সেই সব স্থান গুলিতে কুম্ভমেলায় সমবেত হন। কুম্ভ মানে অমৃতের কুম্ভ। হিন্দু সমাজের আদি গুরু শিব। ইনি সত্যযুগের প্রথম গুরু। সত্যযুগের দ্বিতীয় গুরু বিষ্ণু। তৃতীয় গুরু ব্রহ্মা। ত্রেতাযুগের প্রথম গুরু বশিষ্ঠদেব, দ্বিতীয় গুরু শক্তি। তৃতীয় গুরু পরাশর। দ্বাপরের প্রথম গুরু ব্যাসদেব, দ্বিতীয় গুরু শুকদেব। কলিযুগের প্রথম গুরু গৌড়পাদ, ইনিই ব্রহ্মানন্দ স্বামী নামে তান্ত্রিক সাধকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় গুরু গোবিন্দপাদ। ইনি ১০০০ বৎসর সমাধিস্থ ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য গোবিন্দপাদের সমাধি ভঙ্গ করেন। কথা ছিল ''কাবেরী নদীর জলরাশিকে যিনি একটি কুম্ভে স্থান দিতে পারিবেন, তিনিই এই মহাপুরুষের সমাধি ভঙ্গ করিতে পারিবেন''। শঙ্করাচার্য্যের সময় কাবেরী নদীতে প্লাবন হয়। সেই প্লাবনে গোবিন্দপাদের সমাধির গুহাটি ডুবিয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই দৃশ্য দেখিয়া গুহারক্ষক সাধুরা বিচলিত হন। তাঁহারা এদিক ওদিক ছোটাছুটি করিতে থাকেন। সেই সময় বালক শঙ্করাচার্য্য সেখানে উপস্থিত হন। তিনি বলিলেন, ''আপনারা ব্যস্ত হইবেন না। আমাকে একটি মাটীর কলসী দিন। আমি কাবেরী নদীর প্লাবন বন্ধ করিয়া দিব''। সেই সময় কাবেরী নদীর জল গুহার নিকটস্থ হইয়াছে। তিনি মাটীর সাহায্যে গুহার মুখটি উঁচু করেন। এবং তাহার মধ্যে ছোট একটি গর্ত করিয়া কলসীটি এমন ভাবে বসাইয়া দেন যে সমস্ত জল কলসীর মধ্যে পড়িতে থাকে। সেই সময় কাবেরী নদীর বন্যাস্ফীতি বন্ধ হইয়া যায় এবং জল নীচে নামিয়া যায়। এই ঘটনা অত্যন্ত বিস্ময়কর। তখন শঙ্করাচার্য্য সন্ন্যাসীগণকে বলেন আসুন আমরা গোবিন্দ স্তোত্র পাঠ করি, এবং আচার্য্য গোবিন্দের সমাধি ভঙ্গ করি। স্তোত্রটি যাঁহারা দেখিতে চাহেন তাঁহারা শঙ্কর বিজয় গ্রন্থে দেখুন। গোবিন্দের সমাধি ভঙ্গ হইলে নানা রকম জড়িবুটির সাহায্যে সাধুরা শক্তিসঞ্চয়ের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। আচার্য্য শঙ্কর গোবিন্দের নিকট সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করিলেন, এবং সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

কলিযুগের প্রথম গুরু গোবিন্দপাদ হইতে একটি তান্ত্রিক সাধনার ধারা প্রবর্তিত হইয়াছিল। ইহাকে আনন্দমঠের ধারা বলে। এই ধারাতে সাধনা এবং যোগ সাধনার ক্রম আছে। এই গুরুর ধারায় ১৪২ সংখ্যক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী শক্তিবাদ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহারা দ্বারা প্রকাশিত বহু গ্রন্থে এই গুরুর আসন পীঠে একটি বাক্সে রক্ষিত

আছে। এই গ্রন্থ ভাণ্ডারের উপরে ধ্বজাদণ্ডের উত্থানস্থানে একটি তরবারি রক্ষিত আছে। যুদ্ধ এবং শক্তিবাদের প্রয়োগ ভিন্ন মানব সভ্যতার মূল উচ্ছেদকারী অসুরবাদকে ধ্বংস করা যায় না, শক্তিবাদীরা এই তরবারির নীতিকেও গুরু বলিয়া মানিয়া লইবেন। শক্তিবাদীদের মধ্যে তরবারি এবং দিব্যাস্ত্র প্রয়োগের কৌশল প্রতিষ্ঠিত থাকা প্রয়োজন। নয়তো অসুররা মানবীয় সভ্যতা ধ্বংস করিয়া দিবে।

মক্কাবাদী অসুরবাদীদের আক্রমণ কালে ভারতের বুকে অনেক গুরু এবং শক্তিধর সাধকের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে শিবাজী গুরু রামদাস স্বামী এবং শিখদের দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের শৌর্য্য বীর্য্য, বুদ্ধিমত্তা এবং সৈন্য পরিচালনা শক্তির কথা শক্তিবাদীরা স্মরণ করিবেন এবং অনুসরণ করিবেন। ১৯৪৭ সনে ইংরেজ জাতি ভারতকে ভাগ করিয়া পাকিস্থান করেন এবং ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহারা ভারতকে ভাগ করিয়া মুসলমানদের জন্য পাকিস্থান সৃষ্টি করে। কিন্তু ভারতের মূর্খ অদূরদর্শী ও দুর্ব্বলবাদী হিন্দুনেতারা বিজাতীবাদী মুসলমানগণকে তাড়াইয়া দিবার কোনই ব্যবস্থা করিলেন না। সেই সময় দেখা গেল দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের শিষ্যগণ পাঞ্জাব হইতে ভারত ভাগকারী যবনগণকে বহিষ্কার করেন এবং পাঞ্জাবকে একটি সমৃদ্ধশালী প্রদেশে পরিণত করেন। ভারতের হিন্দুগণকেও শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। আমরা শিখ সম্প্রদায়ের শক্তিশালী নেতা গণকে সমস্ত ভারতের হিন্দুগণকে শক্তিবাদীয় নীতিতে সংঘবদ্ধ করিয়া যবন গণকে পাকিস্থানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করি। হিন্দুদের মধ্যে ডঃ হেডগেয়ার একটি হিন্দু সংঘ স্থাপন করেন। উহা বর্তমান সময়ে আর, এস, এস সংঘ নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা ভাল নীতিবান এবং হিন্দু সভ্যতায় সুসংবদ্ধ হইলেও, ইহারা অসুরবাদের বিরুদ্ধে কখনও কোন শক্তিশালী সংঘর্ষে অগ্রসর হয় নাই। আমরা ইহাদিগকে শক্তিবাদনীতি অনুসরণ করিতে অনুরোধ করি।

৪। ভারতের সর্বত্র সাতজন অমর নেতার কথা প্রসিদ্ধ আছে। ইহাদের মধ্যে মহাবীর হনুমানের কথা শক্তিবাদীরা স্মরণ রাখিবেন। বর্তমানে যত হিন্দু নেতা আছেন তাঁহাদের কাহারও চরিত্র, ত্যাগ, তপস্যা ও কর্মধারা শক্তিমান নহে। ইহারা যবনতোষক, অর্থ ও সম্মানলোভী ও নীতিহীন। একথা এখন প্রত্যেকটি হিন্দু অনুভব করিতেছে। রামরাবণের যুদ্ধে বীর হনুমানই প্রধান নেতা ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে রথধ্বজে অবস্থিত থাকিয়া হনুমানই নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। প্রত্যেক শক্তিবাদীরা হনুমানকে নেতারূপে স্মরণে রাখিবেন। ইঁহার শরীরের রং বজ্রজ্যোতির মত উজ্জ্বল।

৫। **সংক্ষেপ শক্তিবাদ সূত্রম্**

<u>শক্তিবাদের অবলম্বন কর, এবং অসুরবাদ ও দুর্ব্বলবাদকে তিরস্কার কর।</u>

চুনার স্থিত ভৈরব গুহায় একটি ষট্‌চক্র শিব স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে অবস্থিত শিবপিণ্ডটিতে একটি হনুমানের পদচিহ্ন প্রাকৃতিক ভাবে অঙ্কিত আছে। ভৈরবগুহাটি চুনার দুর্গের একটি অংশ। এই চুনার দুর্গই মহারাজ বলির রাজধানী ছিল। এখানে বামন অবতার বলির নিকট ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করিয়াছিলেন। এই ত্রিপাদ ভূমির একটি পা চুনার দুর্গ। বামন ভগবান দ্বিতীয় পাদে বলির স্বর্গরাজ্য গ্রহণ করেন। তৃতীয় পা রাখিবার জন্য বলি নিজের মস্তক দান করেন। একটি পা চুনার দুর্গ, এবং একটি পা

বলি রাজার মস্তকে অবস্থিত। চুনার দুর্গে একখানা বড় পাথরের মধ্যে একটি বড় পদচিহ্ন ছিল। ইংরেজ চুনার দুর্গ যখন দখল করে তখন এই পদ চিহ্ন এবং পদ চিহ্নের আশ্রয় স্বরূপ বড় পাথরটি দুর্গের দেওয়ালের উপর দিয়া সমতলভূমিতে ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং পরে উহা একটি ফাঁকা স্থানে রক্ষিত হয়।

ইহার নিকটে একটি মসজিদ ছিল, ফলে এই পদচিহ্নটি মুসলমানের অধিকারে চলিয়া যায়। ইংরেজ যখন রাজত্ব পায় তখন ঐ চরণটি হিন্দুরা পাইবার জন্য কোর্টে মামলা করে, জর্জ বলিলেন - ''সবখানেই দেখা যায় ভগবানের যুগল পদের পূজা হয় এখানে এক পদ কেন ?'' উকিলরা ইহর কোন সদুত্তর দিতে পারেন নাই। কারণ তাঁহারা বলি ও বামনকে জানিতেন না। তাঁহাদের বলা উচিত ছিল যে ''বামনের একখানা পাই বলিরাজার মাথার উপর পড়িয়াছিল''। স্তরাং উত্তর দিতে না পারার জন্য হিন্দুরা হারিয়া যায়। ফলে পাথরটি ওইখানেই রহিয়া গেল। আমি চুনার দুর্গের অঙ্গীভূত ভৈরবগুহায় অবস্থান কালে এই পদচিহ্নটি অনেকবার দর্শন করি। মামলায় হারিয়া যাইবার পর হিন্দুরা এই পদচিহ্ন পূজা করিতে আর আসিতেন না। মুসলমানরাও পূজা করিত না। একবার কাশীর রাজা নরেশ চুনারে আসিয়া সেই মসজিদের মালিক মুসলমানকে ওই পদচিহ্নটি ছাড়িয়া দিবার অনুরোধ করেন বিনিময়ে একটি গ্রাম দিবার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু সেই মুসলমান রাজী হয় নাই। তিনি কাশীর রাজাকে বলেন ''এই পদচিহ্নটি থাকার দরুণ আজ কাশীর রাজা নরেশ আমাদের বাড়ী আসিয়াছেন, না থাকিলে কি আপনি আসিতেন? আমি কিছুতেই ইহা দিবনা''। চুনার দুর্গস্থিত ভৈরবগুহায় আসিয়া আমি কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিলাম। আমার মনে বামনের পদচিহ্ন অঙ্কিত ওই পাথরটির কথা অনেক সময় মনে হইত, ভাবিতাম ভগবানের পদচিহ্ন চুনার দুর্গে থাকা উচিত। ভৈরবগুহায় আমি একটি ষট্চক্র শিব স্থাপন করিবার পরিকল্পনা করি। এই জন্য ষট্চক্রের শিবপিণ্ডে পদচিহ্ন থাকিবে এইরূপ ইচ্ছাও আমি ভাবিতেছিলাম। শিবলিঙ্গ পাথরে এরূপ একটি চিহ্ন থাকিবে, ইহার জন্য আমি কাশীর বহু দোকানে এরূপ একটি শিবলিঙ্গের খোঁজ করিতেছিলাম, সত্য সত্যই আমি হনুমানের পদ চিহ্ন সম্বলিত একটি পদ চিহ্ন পাইলাম, পদচিহ্নটি প্রাকৃতিক ভাবে অঙ্কিত, ইহা খুদিত নহে। ইহা পাইয়া আমি উহা গুহার মধ্যস্থিত ষট্চক্র শিবমূর্ত্তিতে শিব পিণ্ডরূপে স্থাপনা করি। আমি ভাবিয়া তৃপ্তি পাইলাম যে ভগবানের এক চরণের পূজা যাহা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল তাহা আবার গুহার মধ্যে স্থাপিত হইল, ভক্তরা ঐ শিব মূর্ত্তিতে নিত্য জলফুল নিবেদন করে।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের নারী বিদূষী ক্ষণাদেবীর সংক্ষেপ শক্তিবাদ বাণী :-

তিনি শক্তিবাদীদের জন্য কয়েকটি উপবাস ও গঙ্গাস্নানের নির্দেশ দিয়াছেন। উপবাস মানে আহার সংযম ও আত্মতত্ত্বের নিকটস্থ থাকা উপ = নিকট, বাস = অবস্থান॥ তিনি বিশেষ বিশেষ কয়েকটি শক্তিশালী দিনে উপবাসের নির্দেশ দিয়া শক্তিবাদ অনুসরণের ইঙ্গিত করিতেছেন। যথা :-

শয়ন উত্থান পাশ মোড়া
তার মধ্যে ভীমা ছোঁড়া।

দুটি ছেলের জন্ম তিথি
অষ্টমী আর নবমী দুটি।
পাগলার চৌদ্দ পাগলীর আট
এই নিয়ে কাল কাট।
তাও যদি না করতে পারিস
তো ভগার খালে ডুবে মরিস।

শক্তিবাদ ভাষ্য :

শয়ন একাদশী, গুরু পূর্ণিমার পূর্ব একাদশীর নাম শয়ন একাদশী, তার পরের শুক্ল একাদশীর নাম পাশমোড়া একাদশী। এবং পরবর্তী শুক্ল একাদশীই উত্থান একাদশী। ভীম কখনও উপবাস করিতে পারিতেন না। তিনিও একদিন উপবাস করিয়াছিলেন। উহার নাম ভীম একাদশী। কৃষ্ণের জন্মদিন ও রামের জন্ম তিথিই অষ্টমী ও নবমী তিথি। শিব চতুর্দ্দশী ও দুর্গার পূজা অষ্টমী পাগলার চৌদ্দ ও পাগলীর আট, ইহাও করিতে যদি কেহ অক্ষম হন তাহা হইলে মরার আগে যেন একবার অন্ততঃ গঙ্গায় স্নান করিয়া আসেন।

পতাকা দণ্ডের সর্ব্বনিম্নভাগে একটি তরবারী রাখিবেন। তরবারী মানে অসুরের বিরুদ্ধে অস্ত্রযুদ্ধ। অন্যান্য নানারকম বায়বীয় এবং অ্যাটমিক অস্ত্র সব রকম অস্ত্রই অসুরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবার নিয়ম। পতাকাস্থিত তরবারির নিম্নে বেদ ও চণ্ডী সহ শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী থাকিবে।

প্রত্যেক শক্তিবাদীই গৃহে শক্তিবাদীয় গুরুর আসন রাখিবেন। এবং সপ্তাহে একদিন (রবিবার) সমবেত হইয়া উপাসনায় (সমবেত উপাসনা কেন্দ্রে) যোগদান করিবেন। শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য 'সূর্য্য নমস্কার ও খেলা' কুচকাওয়াজ অনুশীলন করিবেন। এবং শেষকালে শক্তিবাদ গ্রন্থ হইতে সামান্য অংশও আলোচনা করিবেন। সুবিধা থাকিলে কোন বিশিষ্ট চিন্তাশীল শক্তিবাদী নেতার বক্তৃতা শ্রবণ করিবেন। কাহারও বক্তৃতার সমালোচনা করিয়া তাঁহাকে আঘাত দিবেন না। কেবল বুঝিতে চেষ্টা করিবেন ইহা শক্তি বাদীয়, অথবা দুর্ব্বল বাদীয় বা অসুরবাদীয় বক্তব্য।

মন্ত্র চৈতন্য না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষের অসুরবাদ, দুর্ব্বলবাদ, ধনবাদে আকর্ষণ হওয়া স্বাভাবিক। মন্ত্রচৈতন্য হইলে শক্তিবাদ ছাড়া অন্য কিছুতে আকর্ষণ হয়না। মন্ত্র চৈতন্য না হওয়ার দরুন নানা জনে নানারকম কথা বলে। তাহাদের বিশ্বাস কখনই করিবেন না।

শক্তিবাদ দেবোত্তর গ্রন্থে যে সব শিষ্যদের নাম তালিকা ভুক্ত আছে তাহাদিগকে প্রাথমিক সঞ্চারক জানিবেন এবং নবীন সঞ্চারকও প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিতে হইবে। সর্ব্ব প্রকার হিন্দুগণকেই শক্তিবাদ শিষ্য সঙ্গে লইতে হইবে। কন্যাগণ পুরুষগণের সঙ্গে একত্র কুচকাওয়াজে যোগ দিবেন না। তবে দর্শক হইয়া দর্শন করিতে পারিবেন। R.S.S. বা যে কোন সরকারী বা বেসরকারী দল কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারিবেন।

শক্তিবাদ ধর্ম্ম সমাজে স্থাপনার লক্ষ্যেই যথাবিধি রেজিষ্টারী করিয়া মঠের স্থাপনা করা হইয়াছে। বিদ্যার্থী ভবন সেই উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হইতেছিল। এবার সেই নিয়মেই ধর্ম্ম সকল পরিচালিত হইতেছে। মঠে অবস্থান কারীগণ দেব সেবার জন্য নিয়মিতভাবে দেবতার প্রণামী দান করুন। উপাসনা করুন। শক্তিবাদ, দুর্ব্বলবাদ এবং অসুরবাদ বুঝুন। যাঁহারা শক্তিবাদ মানিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা এই স্থান ত্যাগ করুন। যখন মঠ রেজিস্ট্রেশন করা হইয়াছিল তখন ১৮৭ জন শক্তিবাদী শিষ্য লইয়া এই মঠ পরিচালনা আরম্ভ হয়। এখন এই মঠের শিষ্য সংখ্যা সহস্রগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহারা সকলে শক্তিবাদের শক্তিশালী নিয়মে সঙ্ঘবদ্ধ হউন। নিজ নিজ গৃহে শক্তিবাদী গুরুর পীঠ স্থাপনা করুন। মহাবীর হনুমান ও যোগ সিদ্ধ শঙ্করাচার্য্যকে শ্রেষ্ঠ নেতার আসনে স্থান দিন।

শক্তিবাদ ধর্ম্মকে সমাজে জাগ্রত করিবার জন্যই শক্তিবাদ মঠের Registration, ১৪২ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীশ ও শক্তিবাদপ্রবর্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী কর্ত্তৃক হইয়াছে। মঠে দুর্ব্বল ও অসুরবাদীদের স্থান নাই। ভারতকে ভাগ করিয়া মুসলমানেরা সম্পূর্ণ ভারতকে পাকিস্থান করিবার পরিকল্পনা করিয়াছে। ভারতের ৬ কলার অহিংসাবাদ, ৪৷৷০ কলার C.P.M. বাদ ও ৫ কলার কম্যুনিষ্টরা মুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলাইয়াছে। হিন্দুরা শক্তিবাদ ধর্ম্মকে সজীব করিয়া যবন ও অসুরবাদ হইতে ভারতকে রক্ষার জন্য সংঘবাদ ও শক্তিবাদে আসুন। খুনের বদলে খুন ও রক্তের বদলে রক্ত গ্রহণের নীতি গ্রহণ করিতে মঠ Registration এর সময় ১৮৭ জন শিষ্যকে লইয়া এই কার্য্য আরম্ভ হয়, এখন শক্তিবাদের শিষ্য সংখ্যা বহু সহস্রাধিক। প্রত্যেকটি হিন্দুকে এই নীতি গ্রহণের কথা বলুন। সমস্ত ভারত ও সমস্ত পৃথিবীতে শক্তিবাদ ধর্ম্মকে প্রসার করিতে হইবে। লোক বল, বাহুবল ও ধর্ম্মবল বৃদ্ধির জন্য কর্মশক্তি নিযুক্ত করুন। মঠে অবস্থানকারী প্রত্যেককে উপাসনায় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে, শক্তিবাদ ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে হইবে। অন্যথায় স্থান ত্যাগ করিতে হইবে।

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত শীতলা মন্দিরের মধ্যে দুখানি প্রস্তর ফলকের স্বামীজীর বাণী প্রকাশ করা হইল।

৪। ১৯৭৬ সনের মার্চ মাসে কানাডা ও আমেরিকা হইতে ফিরিয়া ভারতে আসিলাম, দিল্লীর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার আদেশে আমাকে আলিপুর Central Jail-এ বন্দী করা হয়। এই অন্যায় অত্যাচার এবং অত্যাচারের প্রতিশোধে আমি ছিন্নমস্তার পূজা, কুমারীর দ্বারা বলিদান এবং যবন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি। কয়েক দিনের মধ্যে ফকরুদ্দিন মারা যায় এবং কয়েকমাসের মধ্যেই ইন্দিরাদেবী গদিচ্যুত হন। ১৯৭৩ সনে আমি কানাডা ও আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসি। শীতলা মায়ের স্বপ্নাদেশে শীতলা মায়ের স্থান প্রতিষ্ঠা করি। স্থানটির উপরে ছোট্ট একটি টিনের চালা ছিল। ঝড়ে উহা ভাঙ্গিয়া যায়। সে স্থানে পাকামন্দির নির্মিত হয়। নির্মাণ কার্যে অনেকে স্বেচ্ছায় সাহায্যও করে। কানাডায় অবস্থানকালে সেখানকার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোর স্ত্রী শীতলা সংঘ স্থাপন করেন। এবং বহুশত মহিলা সঙ্গে করিয়া ও জলের বালতি মাথায় লইয়া, হাতে Procession এর Poster লইয়া জলুস বাহির করেন। ‘‘আমরা পৃথিবীর শহর বাড়ী রাস্তা পরিষ্কার করিব এবং ১৯৯০ সনের মধ্যে পৃথিবীকে রোগমুক্ত করিব।’’

নাগেশ্বর শিব পুস্তকে ছবিসহ পত্রিকার রিপোর্ট দেখুন এবং মন্দির গাত্রে প্রস্তর ফলক পাঠ করুন।

২। ১৯৭৯ সনের ২১শে নভেম্বর, মক্কা মন্দিরের আবদ্ধ শিব ফুলে ও ফলে পূজা পাইয়া মুক্তিলাভ করেন। শিবের এই মুক্তির স্মৃতিকে ভারতে জাগ্রত করিবার জন্য আমাদের শক্তিবাদ মঠে শিবস্থান শক্তিবাদ প্রবর্তক স্বামীজীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। যোগী চরিত্রে বিকাশ যখন আট কলায় আসে তখন হইতেই তাহাকে শিবত্বের বিকাশ বলা হয়। এই বিকাশ যখন ১৬ কলায় যায় তখন যোগীকে পূর্ণ বিকাশ সম্পন্ন গুরু মানা হয়। যোগীর সমাধির অনেক স্তর আছে। যোগসূত্রে বিচার, বিতর্ক, আনন্দ, অস্মিতা, সম্প্রজ্ঞাত, ইত্যাদি অনেক নামে সমাধির স্তর বিবৃত হইয়াছে। সব স্তরে সমাধি শক্তি এবং বিকাশ এক নহে। শাস্ত্রে অসুরের প্রতি শিবের বরদানের কথা অনেক আছে। সাধারণতঃ বরদানগুলি সমাধিভঙ্গ কালে প্রদত্ত হইয়া থাকে। অল্প বিকশিত স্তরের সমাধি এবং ষোড়শ কলার সমাধি এক নহে। উন্নত স্তরের সমাধিতে যোগীরা কখনও অসুরের নিকট ভুল করে না। ইহা শক্তিবাদীরা মনে রাখিবেন। নিম্নস্তর হইতে যে সব বরদান হয় উন্নতস্তর হইতে শিবই উহার প্রতিবিধান করেন। বর্তমানে ভারতে ৪৷৹ কলার C.P.M, ৫ কলার কম্যুনিজম্ ও ৬ কলার গান্ধীবাদ ও রামকৃষ্ণবাদের তাণ্ডবনৃত্য চলিয়াছে। শক্তিবাদীরা যদি ভালভাবে শক্তিবাদ প্রচার করিতে পারে তবে এসব তাণ্ডবনৃত্য শীঘ্রই শেষ হইবে এবং শক্তিবাদের প্রভাবে সুস্থ, বীর্যসম্পন্ন, অসুরনাশে নির্ভীক হইয়া ভারতের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিবে।

॥ সংকল্প ॥

তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে। প্রত্যেকের 'পরে
দিয়েছ শাসনভার হে রাজাধিরাজ।
সে গুরু সম্মান তব সে দুরূহ কাজ
নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য করি
সবিনয়ে। তব কার্যে যেন নাহি ডরি
কভু কারে।
ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।